বসুন্ধরায় মসজিদে প্রবেশে ভোগান্তি, ক্ষোভ জানালেন গোলাম মওলা রনি



গোলাম মওলা রনি। ছবি: সংগৃহীত

বসুন্ধরা কর্তৃপক্ষের প্রতি খোলা চিঠি লিখে এলাকায় ইউনাইটেড মসজিদে জুমার নামাজ আদায়ের অভিজ্ঞতায় ভোগান্তির কথা লিখে ফেসবুকে ক্ষোভ জানিয়েছেন গোলাম মওলা রনি।

ফেসবুকে পোস্ট করা খোলা চিঠিটি পাঠকদের জন্য হুবহু তুলা ধরা হলো:

বসুন্ধরা এলাকার অনেকের মতো তিনিও গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ইউনাইটেড মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করছেন। তবে জুমার দিন মাদানী রোডের প্রধান গেট অনেক সময় বন্ধ রাখা হয়। এতে মুসল্লিদের একটি অংশ বাধ্য হয়ে গেটের পাশের নর্দমার খোলা অংশ দিয়ে প্রায় ১০/১২ ফুট নিচে নেমে ঝুঁকি নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করেন।

তিনি আরও উল্লেখ করেন, গত শুক্রবার সেখানে কিছুটা পরিবর্তন দেখা যায়। নর্দমার ওই খোলা অংশে বেড়া দিয়ে মূল গেটের পকেট গেট খোলা রাখা হয়, যাতে নিয়ন্ত্রিতভাবে প্রবেশ সম্ভব হয়।

কিন্তু আজ পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে পড়ে বলে তিনি দাবি করেন। তার ভাষ্যমতে, প্রায় দুই কিলোমিটার আগে থেকেই রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রচণ্ড রোদের মধ্যে দীর্ঘ পথ হেঁটে এসে দেখা যায়, মূল গেট এবং পকেট গেট—দুটিই বন্ধ ছিল এবং সেখানে কোনো দারোয়ানও উপস্থিত ছিল না।

তিনি লিখেন, পরে বাধ্য হয়ে ব্রিজের রেলিং ধরে প্রায় ১০ ফুট নিচে নেমে মসজিদে প্রবেশ করতে হয়।

ফেসবুক পোস্টে তিনি আরও প্রশ্ন তোলেন, বসুন্ধরা ও ইউনাইটেড গ্রুপের মধ্যে কোনো অভ্যন্তরীণ বিরোধ থাকলেও তার প্রভাব একটি মসজিদের প্রবেশপথে পড়া কতটা যৌক্তিক। তার মতে, একটি উপাসনাস্থলে মুসল্লিদের স্বাভাবিক যাতায়াতে বাধা তৈরি হওয়া অনুচিত।

তিনি ধর্মীয় অনুভূতির প্রসঙ্গ টেনে বলেন, এমন পরিস্থিতি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকেও গ্রহণযোগ্য নয়। তার ভাষায়, কিছু কাজ মানুষের সৎ আমলকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং অপ্রত্যাশিত বিপদের কারণ হতে পারে।

সবশেষে তিনি সবার কল্যাণ কামনা করে আল্লাহর কাছে সুরক্ষার দোয়া করেন।